বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ জুলাই, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩০ জুন, ২০২৫, সোমবার, ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২

Vol. 48, Issue No. 26, Monday, 30 June 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ সাঁওতাল হুল-এর ১৭১তম দিবস। দেশের শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন সংগ্রামের প্রেরণার উৎস।

জয় জোহার

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্যোগে

হুল দিবস উদ্‌যাপন

৩০ জুন, ২০২৫

রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান | ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম, ঝাড়গ্রাম

উপস্থিত থাকবেন

শ্রী ইন্দ্রনীল সেন
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পর্যটন দপ্তর এবং মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীমতী বিরবাহা হাঁসদা
মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), বন দপ্তর, উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীমতী চিন্ময়ী মারান্ডি
মাননীয়া সভাধিপতি, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ

শ্রী কালিপদ সোরেন
মাননীয় সাংসদ, ঝাড়গ্রাম

শ্রী দুলাল মুর্মু
মাননীয় বিধায়ক, নয়াগ্রাম

শ্রী দেবনাথ হাঁসদা
মাননীয় বিধায়ক, বিনপুর

শ্রী খগেন্দ্রনাথ মাহাতো
মাননীয় বিধায়ক, গোপীবল্লভপুর

ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

জেলাস্তরের অনুষ্ঠান

বাঁকুড়া: জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম, বাঁকুড়া
বীরভূম: বাগডোলা সিধু কানহু ময়দান, সাঁইথিয়া
হুগলি: গণবাণী হল, বলাগড়
পশ্চিম বর্ধমান: এস. এইচ. জি. কমিউনিটি হল, কাঁকসা
পশ্চিম মেদিনীপুর: সুকান্ত স্মৃতি সদন, ডেবরা
পুরুলিয়া: কৃষক বাজার ময়দান, বলরামপুর
আলিপুরদুয়ার: এন. কে. এস. প্রাইমারি স্কুল, কুমারগ্রাম
কোচবিহার: পঞ্চায়েত সমিতি সভাগৃহ, তুফানগঞ্জ - ২
দক্ষিণ দিনাজপুর: সুকান্ত ভবন, বুনিয়াদপুর
দার্জিলিং (শিলিগুড়ি): ব্লক কমিউনিটি হল, নকশালবাড়ি
হাওড়া: বিশ্বরতন গাঙ্গুলি কমিউনিটি হল, ডোমজুড়
জলপাইগুড়ি: মেটেলি হাই স্কুল সংলগ্ন অডিটোরিয়াম, মাটিয়ালী
কালিম্পং: বি. এ. ডি. পি. হল, গরুবাথান
কলকাতা: আদিবাসী ভবন অডিটোরিয়াম, নিউটাউন, কলকাতা
মালদা: হাবিবপুর জিতু মঞ্চ, হাবিবপুর
মুর্শিদাবাদ: এস. ডি. ও. অফিস সেমিনার হল, লালবাগ
নদিয়া: গয়েশপুর আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব, গয়েশপুর
উত্তর ২৪ পরগনা: বি. ডি. ও. অফিস ময়দান, সন্দেশখালি - ২
পূর্ব বর্ধমান: স্বামী বিবেকানন্দ মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হল, আউশগ্রাম - ২
পূর্ব মেদিনীপুর: মেচোগ্রাম ময়দান, পাঁশকুড়া
দক্ষিণ ২৪ পরগনা: বি. ডি. ও. অফিস ময়দান, বাসন্তী
উত্তর দিনাজপুর: দেবীঝোরা ফুটবল ময়দান, চোপরা
দার্জিলিং (জিটিএ): কমিউনিটি হল, গাড়িধুরা বাজার, কার্শিয়াং

আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number 211(14)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 26.06.2025

নতুন চিঠি

৩০ জুন, ২০২৫

আর কবে!

তোলাবাজি, সুপারি খুন, বোমাবাজি, ধর্ষণ এখন পশ্চিমবঙ্গে শুধু নৈমিত্তিক ঘটনা নয়, শাসকদলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই জঙ্গলরাজ কত খারাপ হতে পারে তার প্রমাণ মোলান্দি ও কসবার ঘটনা। কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে জয়ের উল্লাস প্রকাশ করতে শাসকাশ্রিত দুষ্কৃতীরা এক সিপিআই(এম) সমর্থকের নয়-দশ বছরের কন্যা তমান্নার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নিষ্পাপ শিশুটির দেহ। রাজনীতি কী বোঝার আগেই তৃণমূলের হয়ে ভোট করানো 'দুষ্টু' ছেলেদের নিষ্ঠুর তাণ্ডবে অকালে ঝরে গেল একটি নিষ্পাপ শিশু। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল খোদ মহানগরে। নিজের কলেজের ভেতর পাশবিক গণধর্ষণের শিকার হতে হলো এক কলেজ ছাত্রীকে। সে দুষ্কর্মের ভিডিও করে ভয় দেখিয়ে তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই নারী-নির্যাতনের প্রধান মুখ এক অছাত্র, শাসকঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে দাদাগিরি করাই যার প্রধান কাজ।

সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ঘটনাদ্বয় আর একবার প্রমাণ করলও এ রাজ্য শিশু-নারীর পক্ষে নিরাপদ নয়, কারণ এখানে সরকার আইন মেনে চলে না। চলে শাসকের আইনে। তা না হলে নদীয়ার এসপি কেন তমান্নার মৃত্যুকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড না বলে দুর্ঘটনা বলবেন? কেনই বা এক জনপ্রতিনিধি টাকার থলি নিয়ে সন্তানহারা মায়ের মুখ বন্ধ করতে ছুটবেন? ঘটনার এতদিন পরেও কেন ডজন দু'য়েক অভিযুক্তের মাত্র পাঁচজন গ্রেপ্তার হবে? আর জি কর-এর মতো কসবার ঘটনায় অর্থের ডালি নিয়ে কেউ নির্যাতিতার বাড়ি গেছে কিনা খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু শাসকের প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বদলায়নি। পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, কাটোয়া, হাঁসখালি প্রভৃতি ধর্ষণের ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রী লঘু করেছেন কখনো 'সাজানো ঘটনা' বলে, কখনো ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করে, কখনো 'লাভ এফেয়ার ছিল' ইত্যাদি চপল মন্তব্য করে। এক্ষেত্রে তাঁর সাগরেদরা মাঠে নেমে পড়েছেন, মেয়েটি 'কলেজে একা গেল কেন' ইত্যাকার অসংবেদী প্রশ্ন তুলেছেন।

অসংবেদী হলেও এ মন্তব্য থেকে যে সত্যটা বেরিয়ে আসে তা হলো, শুধু শিশু-নারী নয়, এ রাজ্য কারুর পক্ষে এমনকি শাসকঘনিষ্ঠদের পক্ষেও আর নিরাপদ বাসস্থান নয়। মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পুলিশমন্ত্রী ও প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এ দুষ্কৃতীরাজের দায় এড়াতে পারেন না। আইনের শাসন লক্ষ্য হলে ঘটনা ধামা-চাপা দেবার প্রয়াস নেওয়া হতো না। শাসকের প্রশ্রয়ে ভৈরব বাহিনী গুণ্ডামি করবে আর ঘটনা সামনে এলেই তার সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক অস্বীকার করা হবে, এই শয়তানি চালে চলছে এ রাজ্য। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নির্বিকার—তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, হিসেবী প্রতিক্রিয়ায় মর্যাদাহানি হয়, এর ফলে সমাজবিবেক হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। তবে এই নৈরাজ্যকে অপরিবর্তনীয় ভাবা ভুল। বিগত এক দশকে সমাজ এত পচেছে যে বর্তমানে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। তাই ফোঁড়া কাটতে হবে, শোককে ক্রোধে পরিণত করতে হবে। ভয় করলে, আত্মসমর্পণ করলে দুষ্কৃতীরাজের অবসান হয় না। সংযম নয়, দ্বিধাহীন, সামূহিক প্রতিবাদই বর্তমানে একমাত্র পথ।

যে আগুন ছড়িয়ে ছিল

শিবানন্দ পাল

১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ভগনাডিহির প্রান্তরে ব্রিটিশদের তাড়ানোর শপথ নিয়েছিল সাঁওতালরা। যে আগুন ছড়িয়ে ছিল সেটাই ছিল ভারতের মাটিতে সংঘটিত প্রথম কৃষক বিদ্রোহ।

ঔপনিবেশিক বেনিয়ারা শোষণের চরম নিয়ন্ত্রক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম পরীক্ষা করেছিল বীরভূমের মাটিতে। তারা যে জল জঙ্গল জমির জন্মগত অধিকার কেড়ে নিতে চায়, প্রথম বুঝেছিল সাঁওতালরা। নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা জানাতে চেয়েছিল বড়লাটকে। তাই স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল কলকাতার দিকে। সেটাই ছিল কলকাতা অভিমুখে প্রথম গণপদযাত্রা। কিন্তু পথে বিভিন্ন জায়গায় পরিকল্পিতভাবে ক্ষুধার্ত নিরীহ মানুষগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। রাতারাতি গোরা সৈন্যদের ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যারাকপুর থেকে রানিগঞ্জ। সেখান থেকে মার্চ করিয়ে সিউড়ি। ওদিকে জঙ্গিপুর মুঙ্গের থেকে স্টিমার সহযোগে নিয়ে আসা হয় রাজা মহারাজাদের হাতি, ঘোড়া সহযোগে গোরা পল্টনের বাহিনী।

সুবর্ণরেখা, দামোদর সহ গঙ্গা উপত্যকা জুড়ে হুল নাড়া দিয়েছিল এদেশের ভূমিপুত্রদের। ছোটো নাগপুরের বিস্তীর্ণ মালভূমি জুড়ে মুন্ডারি ভাষা নির্ভর উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ যারা কৃষি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর এদের বড় অংশ ভাবতে শুরু করেছিল অন্যত্র সরে যেতে হবে। যেখানে চাষযোগ্য ভূমি আছে, সেচের জল আছে। তাই পবিত্র নদী দামোদর আর সুবর্ণরেখাকে কেন্দ্র করেই তাদের প্রথম বসবাস শুরু হয়েছিল।

দামোদর থেকে অজয়ের পাড় ধরে বীরভূম থেকে গঙ্গা উপত্যকার ভাগলপুর পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড ছিল পাহাড় পর্বত ঘন জঙ্গল বেষ্টিত, যে জায়গা ছিল বাঘ, হাতিদের স্বাধীন বিচরণক্ষেত্র, যে অরণ্য ছিল মোগলদের কাছে দুর্ভেদ্য; ইউরোপীয়রা এদেশে এসে বলেছিল অনাবিষ্কৃত দেশ। সেখানে পাহাড় ফাটিয়ে, জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরি করার সুযোগ পেয়ে তারা খুশিতে মেতে উঠেছিল সৃষ্টির আনন্দে। সেই জমি কেড়ে নেবার জন্য থাবা বসিয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকেরা।

১৭৭৬ সালে জেমস রেনেলকে দিয়ে গোটা অঞ্চলের একটা ম্যাপ তৈরি করা হয়। জায়গার নাম রাখা হয় 'দামিন-ই-কোহ'। ফার্সি শব্দে যার অর্থ, 'পাহাড়ের ওড়না', সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বেনিয়া ইংরেজ এই ভূখণ্ডকে শোষণ

করতে প্রথমে জমি তৈরি করতে চায়। তাই ১৮২৪ সালে জন পেটি ওয়ার্ডকে দিয়ে পুরো ভূখণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করানো হয়। ১৮৩২ সালের মধ্যে সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়।

রাজমহল পাহাড়ের আদি বাসিন্দা ছিল পাহাড়িয়া উপজাতি। তাঁদেরকে প্রথমে টোপ দেওয়া হয় পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করার। বিনা পয়সায় জমি পাবে। কিন্তু তারা এই কাজে উৎসাহ দেখায় না। অগত্যা সাঁওতালদের ব্যবহার করা হয়। বন পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করলে জমি তৈরি হবে। এখানে অনেক পাহাড়ি ঝোরা, ঝর্ণা আর বাঁশলৈ নদী আছে। হাজার হাজার সাঁওতাল ধলভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর এমনকি উড়িষ্যা থেকেও দলে দলে ছুটে এসেছিল। গড়ে ওঠে নয়া বসত।

মাত্র ১৩ বছরে দামিন-ই-কোহ-র জনসংখ্যা বেড়ে যায় বহুগুণ।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬, 'দ্য ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ' খবর করে ওই এলাকায় প্রায় ১২০,০০০ সাঁওতাল বসতি স্থাপন করেছে। কৃষিজীবীদের সংখ্যার সঙ্গে বেড়ে যায় কোম্পানির রাজস্ব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যস্বত্বভোগী আমলা, মহাজন, জমিদার, কর আদায়কারীদের চোখ টাটায় কুমারী মাটির ঘুম ভাঙিয়ে সাঁওতালরা করছে কী! বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় অর্থনীতি, প্রশাসনে বসে আমরা কি আঙুল চুষবো?

শোষণের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়। সাঁওতালরা দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থ ঋণদানের শিকার হয়।

দেখা গেছে বিদ্রোহে গ্রামে গ্রামে পুতুল নাচিয়েরা, বহুরূপীরা বিদ্রোহীদের পক্ষে নানারকম বীর গাঁথার কাহিনি রচনা করে গ্রামে গ্রামে নেচেকুদে প্রচার করেছে। গোয়ালা, নাপিতরা গুপ্তচরের কাজ করে সহযোগিতা করেছে। বিড়ি, খৈনি, পান-দোক্তা নেশার সামগ্রী বিক্রেতারা পুলিশ, পল্টনের বাহিনী কবে, কোথায়, কোন পথে যাচ্ছে; খবর দিয়ে সহযোগিতা করেছে। কামার, কুমোর, লোহার, বাউরি, জোলারা হাটের দিন বিদ্রোহীদের জুগিয়েছে উপকরণ। হঠাৎ করে ধূমায়িত হয়নি এই বিদ্রোহ। দীর্ঘদিন ধরে তিলতিল করে তৈরি হয়েছে জোট। তবু বিশ্বাসঘাতকরা যুগে যুগে থাকে, তখনও ছিল। ধরা পড়ে যায় বিদ্রোহের নেতা সিধু, কানু।

সাঁওতালদের ভয় পাইয়ে দেবার জন্য গ্রাম গ্রামান্তরে নানারকম গুজব ছড়ানো হয়েছিল। 'দিকু' হিসেবে অ-সাঁওতালদের মধ্যে বাঙালি জাতির প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করা হয়েছে। দিকু বলে বাঙালিদের হত্যা করার জন্য ক্ষেপিয়ে তোলার প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। গ্রামে হঠাৎ কারো গরু-মোষের বাছুর মরলে বা কোনও গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটলে, স্বাভাবিক ঘটনাকে দুর্যোগপূর্ণ লক্ষণ বলে

—এরপর চারের পাতায়

সুরসিক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

সূর্য কুমার

জন্ম : ১ জুলাই ১৮৮২
মৃত্যু : ১ জুলাই ১৯৬২

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমরা মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার রূপকার, সুচিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, উপাচার্য, মেয়র ইত্যাদি রূপে জেনে থাকি। কিন্তু তাঁর সদাগম্ভীর মুখের ভিতরে যে একটি রসের ফল্গুধারা বয়ে যেত আমরা তার খবর রাখি না। তিনি তাঁর রোগীদের বলতেন, অসুখ হলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাবে। কারণ ওদের তো বাঁচতে হবে, যা ওষুধ লিখবেন সবই কিনবেন, কারণ দোকানদারকে তো বাঁচতে হবে, বাড়ি এসে সব ওষুধগুলো ফেলে দেবেন কারণ আপনাকেও তো বাঁচতে হবে। উনি ভাবতেন রোগ সারাতে হাসির বিশেষ ভূমিকা আছে। উনি বলতেন আমাদের রোগে ৭০ শতাংশ শারীরিক কারণ আর বাকিটা মানসিক কারণ। সচরাচর উনি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতেন। একবার এক সাংবাদিকের মুখোমুখি পড়লে সাংবাদিকটি বলেন, ''আপনি আমাদের এড়িয়ে চলেন কেন বলুনতো স্যার?'' তাঁর উত্তর ''আমি আসলে আপনাদের খুব ভয় করে চলি।'' সাংবাদিকবন্ধু জিজ্ঞাসা করেন কেন ভয় করেন? ডাঃ রায় বললেন আপনারা দু-মুখো তরবারির মতো, সাংবাদিকটি আরও জিজ্ঞাসা করলেন 'কেন দুমুখো তরবারি বলছেন'? বিধানবাবু বললেন আপনারা তো জিজ্ঞাসা করবেন ''আচ্ছা বিধানবাবু, আপনি কি আপনার স্ত্রীকে এখনও প্রহার বন্ধ করেছেন কি? এর উত্তরে হ্যাঁ বললে মনে হবে আমি আগে প্রহার করতাম, এখন করি না, আর যদি না বলি, তাহলে বোঝা যাবে এখনও প্রহার করি।''

একবার গান্ধীজি বললেন, আপনিতো যুক্ত-প্রদেশের গভর্নরের পদ নিতে রাজি হলেন না। তাহলে আপনাকে ইয়োর এক্সেলেন্সি বলতাম। উত্তরে তিনি বলেন, আমার পদবী রায় তাই রুর‍্যাল বলতে পারেন, আর উচ্চতা অনেকের চেয়ে বেশি হওয়ার হাইটেড বলতে পারেন।

তাঁর বিধানসভার সঙ্গী হেমন্ত নস্কর (বেলেঘাটার জমিদার খুব আম খেতে ভালোবাসতেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আমার সময় প্রচুর আম নিয়ে আসতেন। সকলে ওই আম খেতেন। একবার ডাঃ রায় ওনাকে বললেন, ''ওহে হেম তোমার সান্নিধ্য দাও প্রাণ দিয়ো না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, সেই সময়ে ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী। একবার এক সভায় দুজনে পাশাপাশি চেয়ারে বসেছিলেন। শ্রীমতী নাইডু বললেন ''ডাঃ রায় আপনার তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে তাও হাসলে গালে টোল পড়ে। জবাবে তিনি বললেন, আপনারাও তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে, এখনও এত কিছু নজর রাখেন?

কৃষকনেতা প্রভাত দাসের সাইকেল প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ জুন : এলাকার চাঁদের বিলের জলনিকাশী নালা সংস্কার এবং বন্ধ থাকা সিমলনের গ্রন্থাগার খোলার দাবিতে সাইকেল প্রচারে নেমে পড়লেন প্রভাত দাস। সাইকেল নিয়ে তিনি এলাকার মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে উল্লেখিত দাবি দুটি জোরালো করে তোলার চেষ্টা করছেন। কালনা-১ ব্লকের সিমলন গ্রামের প্রায় ৮০ বছরের কাছাকাছি বয়স্ক প্রভাত দাস একজন কৃষক নেতা। অল ইন্ডিয়া কাল্টিভেশন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য প্রভাতবাবুর প্রচারের হাতিয়ার হচ্ছে সাইকেল। তিনি জানান, আমার জীবন প্রদীপ নিভে না যাওয়া পর্যন্ত মানুষের স্বার্থবাহী প্রচার চালাবো।

শ্রুতিবাকের সাহিত্যসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিশ্ব সংগীত দিবসে 'শ্রুতিবাক' সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত সাহিত্যসভা, কবিতাপাঠ ও আবৃত্তির আসর অনুষ্ঠিত হলো ২১ জুন কালিবাজারে পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে। জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সুকৃতি ঘোষাল। শিল্পী শ্যামলবরণ সাহার লেখা কবিতা পাঠ করেন স্বপ্নকমল সরকার। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নিত্যানন্দ দত্ত, সূর্য মণ্ডল, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, ফারহানা সুলতানা, তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সম্পাদক দেবেশ ঠাকুর এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সৌমাল্য মুখোপাধ্যায় ও অনন্য ভট্টাচার্য। নন্দিনী চৌধুরী, রানু কর্মকার, শম্পা সামন্ত নায়েক প্রমুখ বাচিক শিল্পীদের আবৃত্তি অনুষ্ঠানটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। 'শ্রুতিবাক' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক মনামী ঘোষ জানালেন প্রতি মাসে নিয়মিত এইরকম সাহিত্যসভার আয়োজন করে থাকেন তাঁরা।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ জুলাই, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩০ জুন, ২০২৫, সোমবার, ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 26, Monday, 30 June 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ জুন : ৯ দফা দাবিতে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষা কর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থান কর্মসূচিতে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ছায়া মণ্ডল, এবিপিটিএ-র পক্ষে চন্দনা পাল মণ্ডল এবং এবিটিএ-র পক্ষে শশধর মিস্ত্রি-কে নিয়ে। রাজ্যের শাসকদলের বিজয় উল্লাসের বলি হয় ৯ বছরের শিশু তামান্ন খাতুন। এই পৈশাচিক হিংসার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। ৯ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করেন জেলা যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক বিদ্যুৎ দাস। ৯ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন এবিটিএ-র পক্ষে শিব শংকর সাহা, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে সমীর প্রধান, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষে মোশারফ হোসেন, এবিপিটি-র পক্ষে নীরব খাঁ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে রূপক মাজিলা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে দেব কুমার দত্ত, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মী সমিতির পক্ষে দেবদুলাল ঠাকুর ও জেলা ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে সজল রাজা। অবস্থানে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক, কর্মচারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ও পেনশনার উপস্থিত ছিলেন। অবস্থানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা গণসংগীত পরিবেশন করেন।

সারা ভারত ধর্মঘট সম্মিলিতভাবে সফল ও সর্বাত্মক করে তুলতে হবে, সিআইটিইউ-এর কালনা শহর সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে কালনা অঘোরনাথ পার্ক স্টেডিয়াম-এর সামনে অনুষ্ঠিত পথসভায় এই আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। শ্রমজীবী মানুষের এই দাবিগুলি পূরণে আগামী ৯ জুলাই ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে সফল করতে হবে।

ধর্মঘটের সমর্থনে কলেজমোড়ে সভা অনুষ্ঠিত হলো বিকাল ৫টায়। সভায় সিআইটিইউ ও বস্তি সংগঠনের নেতৃত্ব স্বপন চক্রবর্তী এবং ঘনশ্যাম সরকার পথসভায় ৯ জুলাই বন্ধের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

স্মার্ট মিটার বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্বস্থলী, ২৫ জুন : বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বন্ধ সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে পূর্বস্থলীর বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয় সিপিআইএমের পূর্বস্থলী ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে। বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে একটি বিক্ষোভ সভাও করা হয়। পূর্বস্থলীর বিদ্যুৎ দপ্তরের এস এস-কে দেওয়া স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, বিনা অনুমতিতে বাড়িতে বাড়িতে লাগানো স্মার্ট মিটার বন্ধ করে দিতে হবে। পাশাপাশি স্মার্ট মিটারকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করার ঘোষণা করতে হবে। বিদ্যুৎ বিল ২০২০ বাতিল করতে হবে। তিন মাসে নয় প্রতি মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিল পাঠাতে হবে। পারস্পরিক ভর্তুকি চালু রাখতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির উদ্যোগে ও ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ের সহায়তায় ২৫ জুন বিনামূল্যে দুঃস্থ মানুষের চক্ষু পরীক্ষা ও চোখের রেটিনা বা চোখের পর্দার পরীক্ষা, গ্লুকোমা পরীক্ষার করা হয়। এই শিবিরে ৪১ জন তাঁদের চক্ষু পরীক্ষা করান। চক্ষু পরীক্ষার পর তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে ও সল্পমূল্যে চশমা দেওয়া হয়। আগামী দিনে সকলের সহযোগিতায় এই ধরনের আরও চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে সংস্থার সম্পাদক সম্বরণ প্রামানিক জানান।

কালীগঞ্জের স্কুল ছাত্রী তামান্নার পর দক্ষিণ কলকাতার ল-কলেজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জুন : কালীগঞ্জে স্কুল ছাত্রী ৯ বছরের তামান্না খাতুনকে সকেট বোমা মেরে খুনের পর সামনে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার একটি ল-কলেজের ছাত্রীর উপর পাশবিকতার ঘটনা। শাসক দলের ছাত্র-সংগঠন তৃণমূল ছাত্রপরিষদের নেতার নেতৃত্বে এই গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে। এর প্রতিবাদে পথে নেমেছেন সর্বস্তরের মানুষ। ঘটনার দিনই আটক করা হয় ১৬জন বামপন্থী ছাত্র-যুব নেতৃত্বকে। এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠে সারা বাংলা।

সিপিআই(এম) গলসী-১ এরিয়া কমিটির ডাকে তামান্নার খুনের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল ও পথসভা সংগঠিত হয়। পথ সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইদুল হক হারাধন ঘোষ, শ্যাম চাঁদ মাঝি ও সিরাজুল হক।

২৬ জুন বর্ধমান শহরে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই ও সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পথ অবরোধ করে কার্জনগেটে। বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী সুপর্ণা ব্যানার্জী।

তামান্না খুন সহ বিভিন্ন জায়গায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করলেন মহিলারা। সারা ভারত মহিলা সমিতির কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এই প্রতিবাদ মিছিল হয় কুতুবপুর গ্রামে। নেতৃত্ব দেন মহিলা নেত্রী মিতালী মুখার্জী, লায়লা বানু খান প্রমুখ।

সারা ভারত মহিলা সমিতির কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মহিলা নেত্রী মিতালী মুখার্জী, বেচু পাত্র, গৌরী পাত্র, শান্ত শা প্রমুখ।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পারুলিয়া বাজার এলাকায় তামান্নার খুনিদের শাস্তি চেয়ে পোস্টারিং করেন মহিলারা।

কালনা শহর জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল হয়। স্লোগান মুখরিত মিছিল শুরু হয় কালনা চকবাজার থেকে। সারা শহর পরিক্রমার পর আবার চকবাজারই শেষ হয়।

ডিওয়াইএফআই গলসী-২

—এরপর চারের পাতায়

কাজ, মজুরি পরিশোধের দাবিতে পঞ্চায়েতগুলিতে ডেপুটেশন চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৬ জুন : সারা ভারত কৃষক সভার পূর্বস্থলী-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উল্লেখিত দাবিগুলি হলো ১০০ দিনের কাজ চালু, ১০০ দিনের কাজকে ২০০দিন করে ৬০০ টাকা মজুরি প্রদান, বকেয়া ১০০ দিনের কাজের মজুরি পরিশোধ করা, বাংলা আবাস যোজনায় সমস্ত গরিব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিল এবং এলাকার সমস্ত নিকাশি ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার। সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সাহাদুল খান, শাখাওয়াত হোসেন, সুভান আলী শেখ প্রমুখ। স্মারকলিপি প্রদানের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে নাদনঘাট মোড় পর্যন্ত এক কিমি মিছিল হয়। মিছিলে নদীয়ার কালীগঞ্জে খুন হওয়া তামান্না খাতুনের খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তির দাবি করা হয়।

বৈদ্যপুরে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন--মহম্মদ শাহ, জয়দীপ ভট্টাচার্য, পীযূষ চ্যাটার্জী, মিতালী মুখার্জী, গৌতম হালদার প্রমুখ। এই কর্মসূচির আগে অনুরূপ দাবিতে স্থানীয় বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গরিব মানুষরা সোচ্চার হন তাদের কাজের দাবিতে। এদিন কাজ ছাড়াও বিভিন্ন দাবিতে বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানেরকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের কালনা-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে স্মারকলিপি দেন একটি প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন, সন্দীপ দুবে, ঈদ মোহাম্মদ দফাদার, গৌড় কর্মকার, সন্দীপ ব্যানার্জী প্রমুখ।

একই দাবিতে গলসী-১ লোয়া-রামগোপালপুর অঞ্চলে খেতমজুর ইউনিয়ন ও কৃষকসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ডেপুটেশন সংগঠিত করা হয়। ৬০০-র বেশি জব কার্ড জমা করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন হারাধন ঘোষ ও শ্যাম চাঁদ মাজি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্ষীয়ান সদস্য কমল সরকার প্রমুখ।

রক্তদান শিবির মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৯ জুন : সিআইটিইউ মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় মেমারি সোমেস্বর তলায়। শিবিরে ১৩ জন মহিলা সহ ৫৪ জন রক্ত দান করেছেন। রক্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছে বর্ধমান রশ্মি ব্লাড ব্যাঙ্ক।

লোকশিল্পী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৯ জুন : পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নজরুল মঞ্চে জেলা লোকশিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সাড়ে তিনশ লোক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এদিন রায়বেশে লোকশিল্পীরা মঞ্চে শারীরিক কসরত প্রদর্শন করেন। এই শিল্পীদের এদিন সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল, জেলা তথ্য সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, দিলীপ মল্লিক প্রমুখ।

সম্প্রীতির এক অনন্য নজির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ জুন : সম্প্রীতির অনন্য নজির নজরে এল কালনা-১ ব্লকের বাঘনাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোকামতলা গ্রামে। গ্রামের একজন বৃদ্ধ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত বৃদ্ধ বাবুলাল মাণ্ডি (৬৭) মারা যান। তাঁকে সৎকার করার মতো কাছাকাছি কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। এই গ্রামের সংখ্যালঘু যুবকরা এগিয়ে আসেন তার সৎকারের কাজে। তারাই মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যান কালনা শ্মশানঘাটে। সেখানে আদিবাসী আচার মেনে মৃতদেহের সৎকারের কাজ করা হয়। এই সৎকারের কাজে হাত লাগায় রমজান সেখ, শহর আলি সেখ, আজিজুল সেখ, খুদু সেখ, ওয়াহাব আলী সেখ, জিয়ার সেখ, নন্তু সেখ, সাইফুদ্দিন সেখ, মন্টু সেখ প্রমুখ।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৫

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।
ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে মেল আই-ডি
sharadiyanc@gmail.com-তে
লেখা (পিডিএফ নয়, ওয়ার্ড ফাইল) পাঠান।
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।

সংস্থা ও দোকান কর্মচারীদের জেলা সম্মেলন গুসকরায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৮ জুন : বর্ধমান জেলা সংস্থা ও দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৭ আগস্ট গুসকরা শহরে। সম্মেলনকে সফল করতে গুসকরায় অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ। কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা হয়েছে। সময়ের বিনিময়ে শ্রমজীবী মানুষ তার ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না।

আগামী ৯ জুলাই সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান তিনি। সংগঠনের জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ঠাকুর বলেন সম্মেলনে গোটা জেলা থেকে ১১০ জন প্রতিনিধি অংশ নেবেন। বক্তব্য রাখেন গণআন্দোলনের নেতৃত্ব ইরফান সেখ, সিআইটিইউ সমন্বয় কমিটির সম্পাদক সুব্রত মজুমদার, প্রশান্ত কর্মকার প্রমুখ। সভা থেকে সর্বসম্মতভাবে সুব্রত মজুমদার সভাপতি, সুমন্ত দেবনাথ সম্পাদক, প্রশান্ত কর্মকারকে কোষাধ্যক্ষ করে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়।

কাদা পেরিয়ে জীবন জীবিকা বলরামপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ জুন : নিত্য কাদা পেরিয়ে এখন জীবন-জীবিকা বলরামপুরের মানুষের। যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে কাদায় ভরে উঠেছে। অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে সংস্কার করার আবেদন করেও কোনো সুরাহা হয়নি। কালনা-২ ব্লকের অন্তর্গত অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদিপাড়া গ্রামের বলরামপুরের। বলরামপুর পাড়াটি সম্পূর্ণ তপশিলি জাতি/উপজাতি অংশের মানুষের বাস। এখানকার ঝাপানতলা থেকে কাদিপাড়া কুমিরেরপাড় পর্যন্ত রাস্তাটি সম্পূর্ণ কাদায় ভর্তি। এলাকার মানুষের অভিযোগ বিগত বামফ্রন্ট সরকার এই রাস্তাটি মোরামের রাস্তা করেছিল। কিন্তু তারপর থেকে আজও পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। ফলে গোবর ফেলা জৈবসার গর্তের আকার ধারণ করেছে। এই রাস্তা দিয়েই মানুষকে চলাচল করতে বাধ্য হতে হয়। এখানকার ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হয় এই রাস্তা দিয়েই। শিশুদের যেতে হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। রোগী বা গর্ভবতী প্রসূতিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে চরম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। এলাকার মানুষের দাবি, যথাশীঘ্র রাস্তাটি সংস্কার।

পূর্বস্থলীতে সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৫ জুন : সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটি এলাকার সদস্য তরণী শীলের (৬৭) জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন কর্কট রোগভোগের পর মুড়াগাছা গ্রামের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান, নেতা প্রদীপ কুমার সাহা, রণজিত মাহাতো, কার্তিক দাস, সরস্বতী বিশ্বাস (দাস) প্রমুখ। নবদ্বীপ শ্মশান ঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং দুই পুত্র বর্তমান।

বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগে অঙ্গনওয়াড়ির শিশুরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ জুন : গ্রামের রাস্তা চরম বেহাল হওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন গ্রামবাসী ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুরা। ঘটনাটি কালনা-২ ব্লকের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে একচাকা গ্রামের। এই গ্রামের চরকতলা থেকে মন্দিরতলা পর্যন্ত রাস্তাটি একেবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই রাস্তা দিয়েই একটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কর্মী ও শিশুদের যাতায়াত করতে হয়। বহু শিশু এই রাস্তার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেতে পারে না বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গত ৩০ মে এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তখন প্রধান রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দিলেও এখনো পর্যন্ত রাস্তাটি হয়নি। কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইতু বাগ মাঝি রাস্তাটির বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েতে রাস্তাটি সংস্কার করার ব্যাপারে কথা চলছে। কালনা-২ বিডিও-কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আলাচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ জুন : মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যা মন্দির (শাখা-১) ও মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পঙ্কজ দাঁ মেমোরিয়াল সেমিনার হলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক সেমিনার করা হলো। সেমিনারের বিষয় ছিল 'বাল্য বিবাহের কুপ্রভাব, গর্ভধারন এবং অসুস্থ শরীর'। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেশব কুমার ঘোষাল, ডাঃ অনির্বাণ ও ডাঃ বিদিশা। আলোচকরা তুলে ধরেন কম বয়সে বিবাহ করলে মায়ের কী কী শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হয় এবং টিন এজে মা হলে বা গর্ভধারণ করলে কী সমস্যা হতে পারে।

সন্ধান চাই

এই ছেলেটির নাম আকাশ। ভালো নাম সেখ মহিবুল হোসেন। এই ছেলেটির মানষিক সমস্যা আছে। ছেলেটি গত ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ রাত থেকে নিখোঁজ। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ছেলেটিকে দেখতে পান দয়া করে এই নম্বরে ৯০৬৪৩০৭৪৭২, ৯৬০৯৫৩১৩৮৬, ৯৩৩৩২০১৮৭৪ জানাতে অনুরোধ জানাই। জি.ডি নং ৪৮, তারিখ ১.৫.২০২৫, বর্ধমান থানা।

মেমারিতে মাদক বিরোধী দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ জুন : মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস ২৬ জুন পালিত হয়। এদিন ১১ টা নাগাদ মেমারিতে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়, জেলা পুলিশ এর উদ্যোগে ও মেমারি থানা ও আবগারি বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায়। মেমারি থানা থেকে চকদিঘি হয়ে বামুনপাড়া পর্যন্ত এই সচেতনতা র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ডি এস পি মেমারি মিজানুর রহমান, সি আই বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মেমারি থানার ও সি প্রীতম বিশ্বাস ও আবগারি থানার ওসি মোজাম্মেল হক, ট্রাফিক ইনচার্জ নানু দাস সহ অন্যান্যরা।

—তিনের পাতার পর

দক্ষিণ কলকাতার ল-কলেজ

লোকাল কমিটির অন্তরগত জাঁহাপুর বাজারে বিক্ষোভ সভা কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন দেবব্রত দাস ও সংগঠনের গলসী-২ সম্পাদক মনসিজ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোনা মুখার্জী।

২৫ জুন সিপিআই(এম) গলসী-২ এরিয়া কমিটির সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক সাইদুল হক,অমিতাভ মণ্ডল ও মুস্তাক হোসেন। সভাপতিত্ব করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সাইফুল হক।

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে এদিন ধাত্রীগ্রামের নবদ্বীপ মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বেচারাম টুডু, সৌরেন চন্দ, পিংকি বৈরাগ্য, আতাবুল শেখ প্রমুখ।

ডিওয়াইএফআই গলসী-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে গলসী পূর্ব বাসস্ট্যান্ডে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন যুব নেতা দেবব্রত দাস, সোনা মুখার্জী ও কমিটির সম্পাদক ও মনসিজ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন মাখন আঁকুড়ে। পথসভা শেষে রাস্তা অবরোধ করা হয় বেশ কিছুক্ষণ।

এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, মহিলা সমিতি, মেমারি লোকাল কমিটির উদ্যোগে আইন কলেজের ছাত্রীকে তৃণমূলের ছাত্র নেতারা ধর্ষণ করল এর প্রতিবাদে একটি মিছিল বিকেল ৫টা নাগাদ মেমারি চকদিঘী মোড় লরি ইউনিয়ন অফিসের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে কৃষ্ণবাজার, স্টেশন বাজার, বামুনপাড়া মোড়ে এসে প্রতিবাদ মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে ১৫ মিনিট সাতগেছিয়া রোড অবরোধ করা হয়। অবরোধ চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কুশপুত্তলিকা পুরানো হয়।

—দুয়ের পাতার পর

যে আগুন ছড়িয়ে ছিল

সাঁওতালদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে ভয়ের আবহ তৈরি করা হয়েছে। বাঙালিরা দিকু, দেখলেই ওদের হত্যা করো, এই আবহ তৈরি করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলন থেকে বাঙালিদের বিচ্ছিন্ন করা। অপরিচিত কোনও ব্যক্তি যাতে গ্রামে না প্রবেশ করতে পারে। বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কার্মাটারে দীর্ঘদিন সাঁওতালদের আশ্রিত ছিলেন। একটানা ১৮ বছর! তিনি তো দিকু! কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাতে বিদ্রোহের প্রভাব না পড়ে ঔপনিবেশিক শাসকেরা সর্বতোভাবে সক্রিয় ছিল। একাজে তাঁরা একশো ভাগ সফল হয়। এছাড়াও বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে খ্রিস্টধর্মের জারক রসে সাঁওতালদের বশীভূত করার প্রচেষ্টা চলে। সিধুর ঘর থেকে উদ্ধারকৃত জিনিসের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল বাইবেলের কাহিনির কাগজপত্র। মার্শাল-ল জারির পর প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র মিশনারিদের। 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করা হয় বশংবদ ইংরেজি লেখকদের লেখা উত্তর-সম্পাদকীয়।

হুল ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভূমিব্যবস্থা-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ। আন্তোনিও গ্রামসি প্রমুখ পণ্ডিতরা বলেছেন, নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনার পরিবর্তনের গতিপথ অনুধাবনের জন্য তাঁদের জীবনযাত্রা, ভাবাদর্শ ও আচার আচরণকে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

গ্রামসি দেখিয়েছেন, গতানুগতিক বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম কাজ হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতা-প্রয়োগকে জনসমর্থন জোগানো এবং তাদের কাজকে ন্যায্যতা দেওয়া। উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালির চিন্তনজগতের সীমাবদ্ধতা সেই ভূমিকাই পালন করেছিল। বিপরীতে স্থানীয় গীতিকার ছড়াকাররা হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহের মুখ। তাঁদের ছড়িয়ে দেওয়া স্বাধীনতার আদর্শ প্রথমে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে, পরে বৃহত্তর সমাজকে বিদ্রোহের পথে চালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁদের ছড়া, গাঁথা ও গানগুলো হয়ে উঠেছিল বিপ্লবের বাহন। শুধু সময়টা নির্দিষ্ট করাই ভুল হয়েছিল সিধু কানুদের। শরৎকালে মৃগয়া করতে যেতেন রাজা মহারাজারা, এই শিক্ষাটা তাঁরা ভুলেছিলেন। বর্ষার পরে যদি পদযাত্রা শুরু করতেন, ফলাফল কি হতো বলা মুশকিল।

কিন্তু না। সাঁওতালদের উপর সর্প হয়ে দংশন এবং ওঝা হয়ে ঝাড়ন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র বীরভূমের মধ্যে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্য ছিল বেনিয়া কোম্পানি প্রশাসনের। কারণ ওই সময়ে তাঁদের প্রয়োজন ছিল অসংখ্য রেল মজুরের। খানা জংশন থেকে সাহেবগঞ্জ হয়ে ভাগলপুর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছিল খুব দ্রুত গতিতে। বিশেষ করে ওই সময় কাজটা চলছিল রামপুরহাট থেকে রাজমহলে। সেই কাজে সাঁওতাল কুলির দলকে প্রতিদিন নগদ পয়সার লোভ দেখিয়ে কাজ করানো হয়েছে। কুলির অভাব হয়নি, রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়নি।

কৃষিজীবী সাঁওতালরা গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে রেললাইন বসানোর মজুরে পরিণত হয়েছিল। পাহাড় জঙ্গলের জায়গায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকের জমির প্রয়োজন ছিল, জমি তারা পেয়ে গিয়েছিল আগেই। রেললাইন বসানোর কাজে তখন প্রয়োজন হয় হাজার হাজার লেবারের। তাই কৃষিজমি ছিনিয়ে নিয়ে ভূমি থেকে উৎখাত করে তাদের পরিণত করা হয় বন্ডেড লেবার। দুভাবে তাঁরা লাভবান হয়েছে।

আর রক্তের বিনিময়ে বিদ্রোহের পর সাঁওতালরা পেয়েছে শাসকের ঘোষণায় সাঁওতাল পরগণা নামে একটি সীমায়িত ভূখণ্ড। সেই ভূখণ্ডের নামটাও গুলিয়ে দিতে চেয়েছে আরএসএস। তাই সাঁওতাল পরগণার অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছে স্বাধীন ভারতের রূপকাররা। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাই দৃঢ় সন্দেহ হয় সাঁওতাল বিদ্রোহের পুরো ব্যাপারটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পূর্ব পরিকল্পনা।

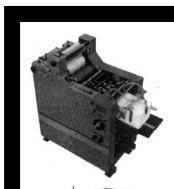

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-